11-12-42

চিত্ররূপা লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

-বন্দী-

Mohondas Banerjee.

পরিবেশক

এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

পরিচালক
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহকারী
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
কমল চট্টোপাধ্যায়
বটকৃষ্ণ দালাল

সঙ্গীত পরিচালক
গিরীন চক্রবর্ত্তী

সহকারী
চিত্ত রায় বি-এস-সি

গীতকার
সুবল মুখোপাধ্যায়
রমেন চৌধুরী
চারণ কবি কনক মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী
রবীন দাস

শিল্প-নির্দ্দেশক
বটু সেন

সহকারী
মণি মজুমদার

স্থির চিত্রকর
সত্য সান্যাল
গোপাল চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপক
অমল রায়
লালমোহন রায়

প্রযোজক
কানাইলাল ঘোষাল

আলোকচিত্রশিল্পী
শৈলেন বসু

সহকারী
প্রভাত ঘোষ
দশরথ বিশাল

শব্দযন্ত্রী
জে, ডি, ইরাণী

সহকারী
শিশির চ্যাটার্জ্জি.

নৃত্য-নির্দ্দেশক
সমর ঘোষ

লেবরেটরী
ধীরেন দাশগুপ্ত

সহকারী
মথুরা ভট্টাচার্য্য
দীনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি

আলোক নিয়ন্ত্রণকারী
বিশ্বনাথ, প্রমোদ, নারায়ণ, নির্ম্মল

রূপসজ্জাকর
সুধীর দত্ত

কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের সৌজন্যে
কাঠি নৃত্য

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের সৌজন্যে
রাইবেশে নৃত্য

প্রচার-সচিব
সুশীল সিংহ **রমেন চৌধুরী**

স্বনাম-ধন্য নাট্যকার

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ও

আমাদের নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু

সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত

চিত্র-চরিত্র

শিবনাথ	ছবি বিশ্বাস
অতুল	জহর গাঙ্গুলী
কমলা	রেণুকা রায়
মহেশ ঘোষাল	ফণি রায়
পণ্ডিত	ইন্দু মুখার্জ্জি
গোকুল	প্রভাত চ্যাটার্জ্জি
মেরাসিন	সন্ধ্যারাণী
ভারতী	শান্তি গুপ্তা
অবিনাশবাবু ...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
হারাধন ...	পশুপতি কুণ্ডু
বটুক বাঁড়ুজ্যে ...	নরেশ মিত্র
পরেশ ...	সুনীল মুখার্জ্জি
কল্যাণী ...	ফিরোজাবালা
এটর্ণী ...	রবি রায়
ডাক্তার ...	বটু গাঙ্গুলী
সিং ...	বিপিন গুপ্ত
নেপাল ..	নবদ্বীপ হালদার

নন্দিনী ও দীপালী

বিজয়কার্ত্তিক, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, আশু বোস (এঃ), মনোরঞ্জন সরকার, বেচু সিংহ, চিত্ত রায়, শচীন গোস্বামী, নিখিল দেব, নিখিল রায়, শান্তি দাশগুপ্ত, লালবিহারী, ভোলানাথ শীল, ফটিক, সতীনাথ, সৌরেন, ন্যাংটেশ্বর, সতীশ, জীবানন্দ মুখার্জ্জি, কেনারাম, দেবপ্রসাদ, তুলসী মুখার্জ্জি, ধ্বজাধারী, অরুণকুমার, কালী ঘোষ, সুধীর সরকার, সুবল দত্ত,রাসবিহারী, গিরীন্দ্র, মনোরমা, নমিতা, মীরা, বীণা, মায়া, শিবাণী, মিনতি, অনিতা, নির্ম্মলা, সন্ধ্যা, কল্যাণী ইত্যাদি।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে
গৃহীত

সেই গানের জলসায় জমিদারের কুমারী কন্যা ভারতীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে শিবনাথের এমন দুর্ণাম রটানো হলো যে, শিবনাথ আর নিজের রাগ সামলাতে পারলে না, বটুককে ধরলে চেপে। শিবনাথের হাতে ছিল রিভলভার। অতর্কিতে তার গুলি গেল ছুটে। লাগলো বটুকের বড় ছেলের গায়ে।

তারপর সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড!

শিবনাথ আর ভারতী পালালো কলকাতায়।

কিন্তু কলকাতায় পালিয়েই কি আর নিস্তার আছে? পুলিশে ধরলে। আদালতের বিচারে হলো শিবনাথের পনেরো বছর জেল।

পেছনে পড়ে রইলো তার প্রিয়তম ভ্রাতা, স্ত্রী, কন্যা—নতুন পাতান সংসার। আর একদিকে রইলো বৃদ্ধ জমিদার অবিনাশবাবু আর তাঁর কুমারী কন্যা ভারতী।

* *
*

সুদীর্ঘ পনেরো বছর!

এই পনেরো বছরের পর, গল্পের পরিণতি কোথায় কেমন করে হলো সে সকরুণ কাহিনী আর নাই-বা শুনলেন?

পর্দায় দেখুন

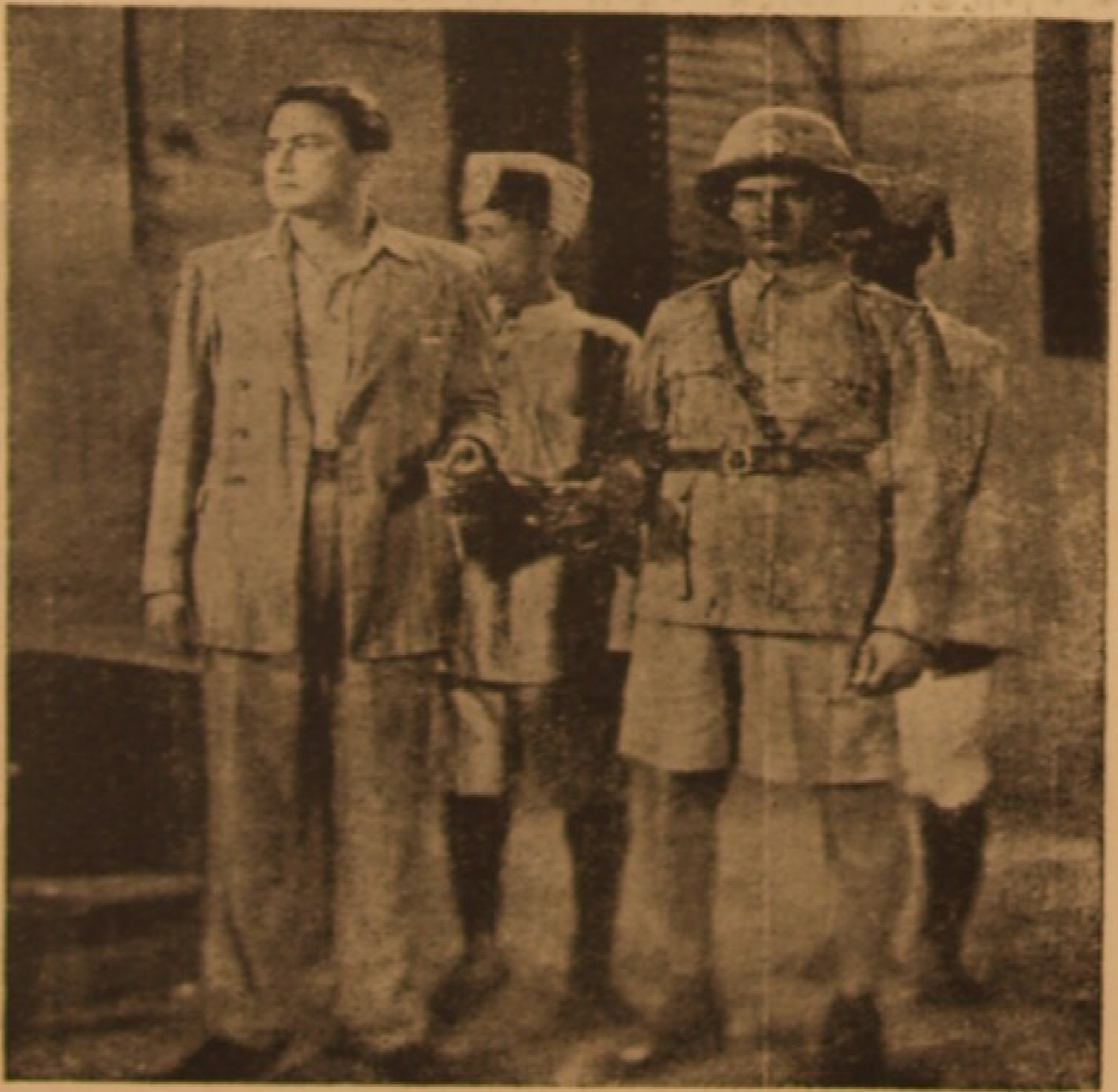

গান

চোখে চোখে রাখি হায় রে
তবু তারে ধরা যায় না···
তোর ও আঁখির ফাঁকি দিয়ে বাঁধবি নাকি
সে যে বনের পাখী
ও সে খাঁচার পানে ফিরে চায় না।
রোশনি জ্বলে দেখি ঐ আঁখিতে।
ফিরে ফিরে আসি ধরা দিতে,
মনের মানুষ খুঁজি হায় বাবুজী
ভালবাসার নেশা যায়না বুঝি
(হায়) বুক ফেটে যায় মুখে ফোটে সরম
তার শিকল বাজে পায়ে সারা জনম
সেই শিকল কাটিতে প্রাণ চায়না।

দুর্গা ঃ তুমি কি কি কি—
ওগো গঙ্গা তোমার সুয়োরাণী
আমি কি গো তার ঝি !
শিব ঃ তুমি আমার চোখের তারা,
গতি কি মোর তুমি ছাড়া,
ভাঙড় ভোলা তোমার দ্বারে
নিত্য ভিখারী গো নিত্য ভিখারী।
দুর্গা ঃ সিদ্ধি ঘুঁটে মরি রাতে
জ্বলে মরি আগুন তাতে
মাথায় চড়ে সতীন আমার
নেচে বেড়ায় ছি ছি ছি
নেচে বেড়ায় ছি !

গান যে শুনিবে প্রিয়
তোমার প্রাণে যে জাগিছে ভয় ;
যে-ফুল ফুটিতে চায় তারে আপনি ফুটিতে হয়।
তটিনী প্রেমের টানে
ছোটে সাগর পানে,
মাটির বাঁধন পিছনে পড়িয়া রয়—
প্রেম না মানে পরাজয়।
চাঁদের আলোক ঝরে
ধরণীর ধূলি 'পরে,
হাসে তৃণদল, শাখে জাগে কিশলয়
ধরণী যে মধুময়।

বন্দী

শিবনাথ আর অতুল ছুই সহোদর ভাই।

মা নেই, বাবা নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই, কলকাতার শহরতলীর এক বস্তীর একটেরে ভাঙা একখানি বাড়ীতে ছু ভাই-এ বাস করছে। বাস করছে নিতান্ত গরীবের মত। বড় ভাই শিবনাথ এম-এ পাশ করেছে, কিন্তু কাজকর্ম্ম নেই, বেকার। কাজের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; কাজ আর মেলে না।

অতুল তেমন লেখাপড়া শেখেনি। দাদার জন্যে চারটি রেঁধে দেয় আর চব্বিশ ঘণ্টা ঝগড়া করে।

বস্তিতে থাকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার এক মাত্র কন্যা কমলা। কমলার সঙ্গে অতুলের একদিন ঝগড়া হয়ে গেল সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে। কমলার বাবার গাই আছে, ছুধ বিক্রি করে, অতুল তাই ভেবেছিল তারা গয়লা। কিন্তু আসলে তারা গয়লা নয়—ব্রাহ্মণ। কমলার বাবার নাম মহেশ ঘোষাল। এই নিয়ে ঝগড়া।

ঝগড়া যখন মিটলো, তখন দেখা গেল, অতুলের সঙ্গে কমলার রীতিমত ভাব হয়ে গেছে।

কমলার বাবার কাছে গিয়ে অতুল একদিন বললে, 'কমলার বি দাওয়েঘোষাল।

ঘোষাল ভাবলে, অতুল নিজেই বিয়ে করতে চায়। দুদিন একটু হেসে কথা বলেছে আর অমনি বিয়ে!

ঘোষাল তো চটে লাল!

কিন্তু অতুল সে রকম ছেলেই নয়। লেখাপড়া জানে না, রোজগার করতে পারে না, নিজের বিয়ের কথা সে তো বলেনি, বলেছে তার দাদার সঙ্গে বিয়ের কথা। বাড়ীতে একটা মেয়ে নেই, নিজেকে হাত পুড়িয়ে ভাত রাঁধতে হচ্ছে, তাই সে চায়—কমলা তার বৌদিদি হয়ে বাড়ীতে আসুক।

শিবনাথ প্রথমে রাজি হয়নি। পরে অনেক কষ্ট, অনেক রাগ অভিমান করে অতুল তাকে রাজি করালে তবে ছাড়লে।

তারপর সেই আনন্দ-কলরব-মুখরিত বস্তির মাঝখানে একদিন শিবনাথের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর অতুল সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো—এবার আমার ছুটি। দাদার বিয়ে দিয়ে দাদাকে সংসারী করে দিলাম এবার আমাকে পায় কে? ভাত রাঁধতে হয় না, ঘরের কাজ করতে হয় না, বাস, এবার আমার যে দিকে দুচোখ যায় সেইদিকে চলে যাব।

বস্তিতে প্রাইমারী ইস্কুলের এক পণ্ডিত থাকে। তার সঙ্গে

অতুলের ঝগড়াও যেমন, ভাবও তেমনি।

পণ্ডিতের এক ভাই থাকে কোথায় কোন্ এক কলিয়ারীতে। পণ্ডিত বললে—সেইখানে গিয়ে সে পাঠশালা করবে। অতুল ঠিক করলে—তার সঙ্গে চলে যাবে।

কিন্তু যাবার কি জো আছে!

বস্তিতে আরম্ভ হলো কলেরা, বসন্তের মড়ক্। এই অবস্থায় দাদা-বৌদিকে একলা ফেলে সে যায় কেমন করে? যাওয়া তার হলো না।

কমলার বাবা মহেশ ঘোষাল গেল মরে।

বছর পেরোতে না পেরোতে কমলার একটি মেয়ে হলো। শিবনাথের অর্থাভাব তখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। আর ঠিক সেই সময়েই দৈবাৎ একদিন শিবনাথ একটি চাকরি পেয়ে গেল। ভাল চাকরি।

পুরন্দরপুর গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার অবিনাশবাবুর দরকার ছিল একজন ম্যানেজারের। শিবনাথ পেয়ে গেল সেই চাকরি।

শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশবাবু গ্রামে গেলেন। সঙ্গে গেল তাঁর একমাত্র যুবতী কন্যা ভারতী।

গ্রামের লোক ভাবলে, আশ্চর্য্য! জমিদারের এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে—এখনও বিয়ে হয়নি, অথচ সঙ্গে নিয়ে এলো প্রিয়দর্শন এক সুন্দর যুবককে ম্যানেজার করে।

এই নিয়ে সব চেয়ে বেশী ঘোঁট পাকালে পুরন্দরপুর গ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা বটুক বাঁড়ুজ্যে।

অবিনাশবাবুর ধারণা—এই বটুকই তাঁর একমাত্র শত্রু। এই লোকটাকে জব্দ করতে পারলেই সব নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে। আর সেইজন্যেই শিবনাথকে এখানে আনা।

শিবনাথ বটুককে বাড়ীতে ডেকে আচ্ছা করে অপমান করে দিলে। আর সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন-উৎসবে বটুক করলে এক গানের জলসার আয়োজন।

We undertake

- Building construction
- Land development
- Sell and purchase of land and buildings etc.

TELE Gram KELGI
Phone : Cal. 3150

K. L. G. Land Trust Ltd.
P22, Mission Row Extension,
CALCUTTA.

চিত্রপার

আগামী আকর্ষণ

সন্ধি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শৈলজানন্দ

ভূমিকায়

রেণুকা, মলিনা, অহীন্দ্র, জহর প্রভৃতি

রূপশ্রী লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

দম্পতি

পরিচালক

নীরেন লাহিড়ী

সুশীল সিংহ ও রমেন চৌধুরী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত এবং প্রকাশিত

ও

জয়শ্রী পাবলিসিটির অতুল মিত্র
কর্ত্তৃক মুদ্রিত